জমজমাট গুড়ের হাট; সারাদেশে যাচ্ছে ঝিনাইদহের খেজুর গুড়

ঝিনাইদহের হাট-বাজারগুলোতে মাঘের শুরুতেই বেড়েছে খেজুর গুড়ের বেচাকেনা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার খেজুর গুড়ের মান ভালো। ভালো দামও পাচ্ছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের পরে প্রান্তিক গাছি ও কৃষকেরা তাদের প্রস্তুত করা খেজুর গুড় বিক্রি করছেন হাটে নিয়ে।

জেলার সবচেয়ে বড় খেজুর গুড়ের হাট ‘সাফদারপুর বাজার’। কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর বাজারে এই গুড়ের হাট বসে। এ বাজারে সপ্তাহে দুই দিন অন্তত ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার খেজুর গুড় বেচাকেনা হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রেললাইন। রেললাইনের পাশেই সাফদারপুর খেলার মাঠ। ওই মাঠেই সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার দুই দিন খেজুর গুড়ের হাট বসে। বেলা ১১টা থেকেই আশেপাশের গাছি ও কৃষকরা তাদের বাড়িতে উৎপাদিত খেজুর গুড় হাটে নিয়ে আসেন বিক্রি করার জন্য।

এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও দুর-দুরান্তের গাছি ও কৃষকরা দুপুরের পরপর হাটে পৌছান নিজেদের গুড় নিয়ে। বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ভ্যান, আলমসাধু (ইঞ্জিনচালিত) গাড়ি সহ নানা উপায়ে গাছিরা তাদের গুড় হাটে নিয়ে আসেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে ওঠে খেজুর গুড়ের হাট।

এরই মধ্যে সাফদারপুর খেজুর গুড়ের হাট জেলার সবচেয়ে বড় হাটে পরিণত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলার বড় পাইকারি ব্যবসায়ীরা আসেন এই হাটে। যাচাই-বাছাই, দাম-দর ও হাকডাকে মুখোর হয়ে ওঠে গুড়ের হাট। এই হাটে ঝোলা গুড়, দানা গুড়, জিড়েন রসের গুড়, পাটালি সহ বিভিন্ন ধরণের খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। যে কারণে ব্যবসায়ী ছাড়াও সাধারণ ক্রেতারাও ভিড় জমান এ হাটে।

আশরাফুল ইসলাম নামে একজন গুড় বিক্রেতা বলেন, এই হাট অনেক পুরনো, বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছি, আগেও ব্যবসায়ীরা ট্রেনে করে এসে এই হাট থেকে গুড় কিনে নিয়ে যেতো। এখনো খুলনা, যশোর, নাটোর, পাবনা, ঢাকার ব্যবসায়ীরা এখানে গুড় কিনতে আসেন। বাইরের ব্যবসায়ীরা হাটে আসে, যে কারণে আমরাও একটু ভালো দাম পাই।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে জেলার ৬টি উপজেলায় প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার ২৩৫টি খেজুর গাছ রয়েছে। এর মধ্যে রস আহরণযোগ্য গাছের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৭৬০টি। চলতি শীত মৌসুমে জেলার ৬টি উপজেলা থেকে প্রায় ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ২৪১ লিটার খেজুর রস ও প্রায় ৮৭২ মেট্রিন টন খেজুর গুড় উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা বলছে, জেলায় উৎপাদিত এসব খেজুর গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ বড় বড় শহরে নিয়মিত সরবরাহ করছেন ব্যবসায়ী ও গাছিরা।

দোড়া গ্রামের নাজমুল হোসেন নামে একজন বলেন, হাটে ১০/১২ কেজি ওজনের গুড়ভর্তি এক ভাড় গুড় ১৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৮০০ টাকায় বেচাকেনা হয়। দাম নির্ভর করে গুড়ের মানের ওপর। যাচাই বাছাই করে এখান থেকে গুড় কিনে নিয়ে যান ব্যবসায়ীরা। সাধারণ ক্রেতারাও আসেন গুড় কিনতে।

সলেমানপুর গ্রামের তাসলিমা খাতুন গিনি নামে এক ক্রেতা বলেন, অনেকের আত্মীয় স্বজনরা বিভিন্ন শহরে বসবাস করে। শীত এলেই তাদের জন্য গুড় কিনে পাঠাতে হয়। ঢাকায় মেয়েকে গুড় পাঠাবো, খুলনায় দেবর-কে গুড় পাঠাবো। গ্রাম থেকে না কিনে সরাসরি হাটে এসেছি, যেন দাম একটু কম হয়। হাটে এসে গুড় দেখে শুনে কিনতে পারলে ভালো হয়। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও বহু মানুষ এই হাটে এসে গুড় কিনে নিয়ে যায়।

পাইকারি গুড় ব্যবসায়ী ও আড়তদার উজ্জল কুমার শাহা বলেন, একেবারেই গ্রামের সাধারণ গাছি ও কৃষকরা এই হাটে গুড় বিক্রি করার জন্য আসে। সাফদারপুর হাটে ভেজাল গুড় খুব একটা আসে না। আমরা এখানে ভালো মাল পাই, যে কারণে এই হাট থেকে নিয়মিত মাল কিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাই। এ বছর গুড়ের উৎপাদন বেশি, দামও ভালো।

সাফদারপুর গুড়ের হাটের ইজারাদার আবুল কাশেম বাবু বলেন, খেজুর গাছ কমছে গাছিও কমছে। সরকার যদি খেজুর গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে উদ্যোগ নেয়, তাহলে গাছিরা বাঁচবে। শীত এলে কৃষকরা এই খেজুর গাছের রস ও গুড় বিক্রি করে ভালো আয় করেন। সরকারি সহায়তা পেলে গুড় উৎপাদন বাড়বে। যা দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখতে পারে।

তিনি জানান, প্রায় ৩৫/৪০ বছরের পরনো এই হাট। প্রতি সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার এই গুড়ের হাট বসে। সপ্তাহে অন্তত ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার গুড় বেচাকেনা হয় এই হাটে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান বলেন, ঝিনাইহ জেলায় প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার ২৩৫টি খেজুর গাছ রয়েছে। এরমধ্যে রস আহরণযোগ্য গাছের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৭৬০টি। জেলায় সবচেয়ে বেশি খেজুর গাছ কোটচাঁদপুর উপজেলায়। যে কারণে উপজেলার সাফদারপুরে খেজুর গুড়ের হাট গড়ে উঠেছে। খেজুর গাছ রোপন বৃদ্ধি ও গাছিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা গেলে গুড়ের উৎপাদন আরও বাড়বে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাকের ধাক্কায় মানসিক প্রতিবন্ধী নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী নিহত হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) ভোররাতে উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মন্নু মোল্লা (৪০) উপজেলার বিজুলিয়া গ্রামের আবু তৈয়ব মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, মানসিক প্রতিবন্ধী মন্নু মোল্লা রাতে শৈলকুপা- হাটফাজিলপুর সড়কে ঘুরাঘুরি করছিলো। রাত ৩ টার দিকে একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ভোরে স্থানীয়রা রাস্তার পাশের তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, ধারনা করা হচ্ছে ট্রাকের ধাক্কায় মন্নু নিহত হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে (বেজমেন্ট-২) অনুষ্ঠিত শুনানিতে তার দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়। এ সময় নির্বাচন কমিশন তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জেলার ৭টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৪ হাজার ৭শ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা থাকলেও পরীক্ষায় ১ হাজার ১৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন, জেলা প্রশাসক ড. এনামুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রশাসন সূত্র জানায়, সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষাকালীন সময়ে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান

হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে পরিচালক হিসেবে নিয়োগে পেলেন ক্যাপ্টেন (অব.) গণী

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তিনজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হছে। এ টিমে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামের সাবেক সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজম রয়েছেন।

নতুন এই নিয়োগের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা, প্রটোকল ও সমন্বয় কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ‘সংশিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (নিরাপত্তা) হিসেবে মেজর (অব.) মোহাম্মদ শাফাওয়াত উল্লাহ, পরিচালক (প্রটোকল) হিসেবে মেজর (অব.) মইনুল হোসেন এবং পরিচালক (সমন্বয়) হিসেবে ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজমকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম।

দেশের চাবি আপনার হাতে’ স্লোগানে দামুড়হুদায় ভোটের গাড়ির প্রচারণা

দেশের চাবি আপনার হাতে’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণা চালাতে দামুড়হুদায় পৌঁছেছে সরকারি ‘ভোটের গাড়ি’। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নূরনবী মার্কেটের সামনে সরকারি ভোটের গাড়ির মাধ্যমে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এ প্রচারণা কার্যক্রম শুরু হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সুপার কারাভান’ নামে ১০টি গাড়ির বহর নিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর এ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। তীব্র শীত উপেক্ষা করেও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভোটের গাড়ি’র কার্যক্রম ও প্রদর্শিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

ভোটের গাড়ি’র প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উবায়দুর রহমান সাহেল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলীমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মামুনুর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ ভোটাররা।

ভোটের গাড়ি’র মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য ছাড়াও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, জুলাই যোদ্ধা, আবরার ফাহাদ হত্যা, ফেলানী হত্যাকাণ্ড, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভোটের গাড়ি প্রচারণায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, বিগত সংসদ নির্বাচনে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। কিন্তু এবারের

নির্বাচনে আপনারা আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং গণভোটে মতামত দেবেন। আপনারা যদি সংস্কারের পক্ষে থাকেন, যদি নতুন বাংলাদেশের পক্ষে থাকেন, তাহলে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন সংস্কারের প্রয়োজন নেই, তাহলে ‘না’ ভোট প্রয়োগ করবেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো এমন একটি নিরাপদ বেড়াজাল যার মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইনগত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর সহাবস্থান এবং সম্প্রীতির একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগের ফলে মানুষের মধ্যে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, মনুষ্যসৃষ্ট বৈষম্যগত দারিদ্র্যমোচন, বিভিন্ন আইনি সহায়তা এবং অসুস্থতা, বেকারত্ব, শিল্পদুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের সামাজিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও এর প্রেক্ষাপট অতি পুরোনো। সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য কার্যক্রম হলেও প্রাচীনকালেও এর প্রচলন ছিল। বর্তমানের মতো এ কর্মসূচি সুসংগঠিত না হলেও দানশীলতা, মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে এরকম কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যেত। প্রাচীন মিসর, গ্রিস, রোম, চীন, ভারতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই কর্মসূচির একটি উদাহরণ হলো বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)।

এর লক্ষ্য হলো, অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সহায়তা প্রদান করে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা; আয়-রোজগার কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে বা জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান; সমাজের সকল স্তরের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

করে সামগ্রিক মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে যে সকল কর্মসূচি আছে তার মধ্যে বয়স্ক ভাতা: বয়স্ক নাগরিকদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান; বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা: অসহায় নারী সদস্যদের আর্থিক সহায়তা; প্রতিবন্ধী ভাতা ও উপবৃত্তি: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা; মুক্তিযোদ্ধা ভাতা: মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও আর্থিক সহায়তা প্রদান; ভিজিডি (VGD) ও ভিজিএফ (VGF): খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।

অনুন্নত, স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না। দুর্নীতির কারণে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়। ফলে ধনী-গরিবের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, গরিব ক্রমান্বয়ে গরিব হয় আর বিশেষ শ্রেণি ফুলে-ফেঁপে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হওয়ার দিকে যায়। তাছাড়া সমাজের অসহায় শ্রেণি তথা পঙ্গু, অনাথ, বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এই অসহায় শ্রেণির জন্যই প্রধানত রাষ্ট্র নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারও অসহায়-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সরকারের কাবিখা, কাবিটার মত কর্মসূচিগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে অভাবী মানুষের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকরভাবে কাজ করছে। অতীব জরুরি বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতাও প্রদান করছে সরকার। সরকার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে এর পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যয় বাবদ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আড়াই শতাংশ ও জাতীয় বাজেটের ১৭ শতাংশ হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে পেনশন ও ভর্তুকি কর্মসূচিগুলো যখন বাদ দেওয়া হয়, তখন বরাদ্দটি জিডিপির মাত্র এক দশমিক দুই শতাংশ ও বাজেটের সাত শতাংশে নেমে আসে।

বর্তমানে ২৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪০টি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রায় ১০ লাখ উপকারভোগী। কয়েকটি কর্মসূচিতে ভাতা বাড়ানো হয়েছে ৫০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দিতে ২০২৫-২৬

অর্থবছরের বাজেটে এসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের বাড়তি ব্যয় হবে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের চারটি ও খাদ্য অধিদপ্তরের একটি কর্মসূচিতে অন্তত ১০ লাখ উপকারভোগী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সূত্রটি জানায়, গত অর্থবছরের প্রতি মাসে ৬০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা পেতেন ৬০ লাখ উপকারভোগী। বর্তমান অর্থবছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৬১ লাখ করা হয়েছে। প্রতিমাসে জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ করা হয়েছে ৬৫০ টাকা। এ ছাড়া বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭ লাখ ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৯ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ৫৫০ থেকে ৬৫০ টাকা করা হয়েছে।

গত বাজেটে ৮৫০ টাকা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পেতেন ৩২ লাখ ৩৪ হাজার উপকারভোগী। নতুন বাজেটে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার করার পাশাপাশি ভাতা করা হয়েছে ৯০০ টাকা। মা ও শিশু উপকার কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লাখ ৫৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৭ লাখ ৭১ হাজার করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ ৮০০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৫০ টাকা। এছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ লাখ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া হিজড়া, বেদে, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের ভাতা ক্ষেত্রবিশেষে ১৫০ টাকা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনা করে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বস্তি দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবছর বাজেট বক্তৃতায় এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, “নতুন বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সমতাভিত্তিক ও কল্যাণধর্মী। সার্বিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তবে সম্পদ সীমিত হওয়ায় ভাতার পরিমাণ কতটুকু বাড়ানো যায়, সেটা বিবেচনা করা হবে।”

এছাড়াও, বেদে সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী বেড়েছে চলতি অর্থবছরে। গতবছর ৪ হাজার ৩৯৮ জন বেদে সন্তান শিক্ষা উপবৃত্তি পেতো। চলতি অর্থবছরে এ সুবিধা পাচ্ছে ৪ হাজার ৮৩৮ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ২৮ হাজার ৯১২ জন থেকে বাড়িয়ে ৩১ হাজার ৯০২ জন করা হয়েছে। এ ছাড়া চা শ্রমিকদের এককালীনের পরিবর্তে মাসিক ভাতা দেওয়ার বিষয়টি বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। এতদিন চা শ্রমিকদের বছরে একবার ৬ হাজার টাকা

দেওয়া হতো। চলতি অর্থবছর থেকে প্রতি মাসে ৬৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকাশিত বিশ্ব সামাজিক সুরক্ষা প্রতিবেদন ২০২৪-২৬-এ ধারণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক নয় শতাংশ খরচ করে। এই সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক গড় তিন দশমিক আট শতাংশের তুলনায় কম। প্রাক্কলন থেকে জানা যায় বার্ধক্য ভাতা (ওএএ) ও বিধবা ভাতার (ডব্লিউএ) মতো মূল কর্মসূচিগুলো থেকে মাসিক সুবিধা মাথাপিছু জাতীয় দারিদ্র্যসীমার আয়ের মাত্র ১৪ শতাংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা ২২ শতাংশের তুলনায় সামান্য বেশি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষায় সুবিধা কম, যা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে খুব কমই সমন্বয় করা হয়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত কমে যায়। তবে বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে ছয় বৃহত্তম প্রকল্পের মধ্যে কেবল বার্ধক্য ভাতা প্রকৃত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নতুন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পুনর্গঠন করাও এখন সময়ের দাবি। তা-সত্ত্বেও বলতেই হবে যে, গ্রামীণ, কৃষিনির্ভর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রশংসনীয় সাফল্য রয়েছে।

তবে, দেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের মনে রাখা দরকার, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা নীতিগুলো প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর বিবেচনায় করা হয়েছে। কেননা, কৃষিতে এখনো শ্রমশক্তির বৃহত্তম অংশ নিযুক্ত রয়েছে।

তবে দেশে শিল্প ও পরিষেবা খাতগুলোও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এই উদীয়মান খাতের উপর নির্ভরশীল প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্যও নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডিজাইন করা জরুরি। এছাড়া জলবায়ু- ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ্যবস্তু সুরক্ষা বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক

নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকলে আয়-বৈষম্য কিছুটা হলেও লাঘব হবে। দেশ আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

ভোটের গাড়ি আজ মেহেরপুরে

‘দেশের চাবি আপনার হাতে‘ স্লোগানে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া ‘ভোটের গাড়ি’ আজ মেহেরপুরে।

মেহেরপুর শহরের ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে এ গাড়ির মাধ্যমে আজ রবিবার বিকাল ৩ টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধা ৬ টা পর্যন্ত চলবে এ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ভোটের গাড়ির প্রচারণা কাযর্যক্রমের উদ্বোধণ করেন। এসময় পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ ভোটাররা প্রচার কার্যক্রম উপভোগ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য ছাড়াও ‘ভোটের গাড়ি’র মাধ্যমে প্রদর্শিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে জুলাই গণ অভ্যুত্থান, জুলাই যোদ্ধা, আবরার ফাহাদ হত্যা, ফেলানী হত্যাকাণ্ড, প্রবাসীদের ভোট, গণভোটের মাধ্যমে সংস্কার ইত্যাদি।

আসন্ন গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘সুপার কারাভান’ নামে ১০টি গাড়ির বহর নিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর এ যাত্রা শুরু করে। ৩০ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রদর্শণী হওয়ার কথা থাকলেও রাষ্ট্রিয় শোকের কারণে তা স্থগিত করা হয়।

পরবর্তিতে ৪ জানুয়ারি রবিবার প্রদর্শণী করা হয়। তীব্র শীত উপেক্ষা করেও দর্শনার্থীরা ভোটের গাড়ির বিভিন্ন কার্যক্রম ও

চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

ভোটের গাড়ির প্রচারণা কার্যক্রম উদ্বোধনকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে মানুষজন স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। কিন্তু এবারের নির্বাচনে আপনারা আপনাদের ভোটাধিকার এবং গণভোটে মতামত প্রদান করতে করবেন। যদি আপনারা সংস্কারের পক্ষে থাকেন, যদি আপনারা নতুন বাংলাদেশের পক্ষে থাকেন তবে ‘হ্যা’ ভোট দিবেন। আর যদি মনে করেন বাংলাদেশে পিছিয়ে যাক, সংস্কারের প্রয়োজন নাই তাহলে আপনারা ‘না’ভোট প্রয়োগ করবেন।”

সীমান্তে পুশইন বৃদ্ধ মুনতাজ আলী কারাগারে, মানবিক সংকট ঘিরে প্রশ্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে পুশইন হওয়া ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী মানবিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তিনি আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। তীব্র শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছিল তার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর। এরপর বিজিবি মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রাম থেকে মুনতাজ আলীকে উদ্ধার করে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে।

গতকাল শুক্রবার অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মুনতাজ আলীর বোন আমেনা বেগম বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে রয়েছে, তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের প্রকৃত ঠিকানা ভারতের উড়িষ্যা

রাজ্যের কেন্দ্র শহর । তবে মুজিবনগর থানায় সংরক্ষিত ডায়েরিতে মুনতাজ আলীর ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের নদীয়া জেলার অরুণ নগর গ্রাম—যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় সীমান্তে পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের মানবিক সহায়তা, পরিচয় যাচাই ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।